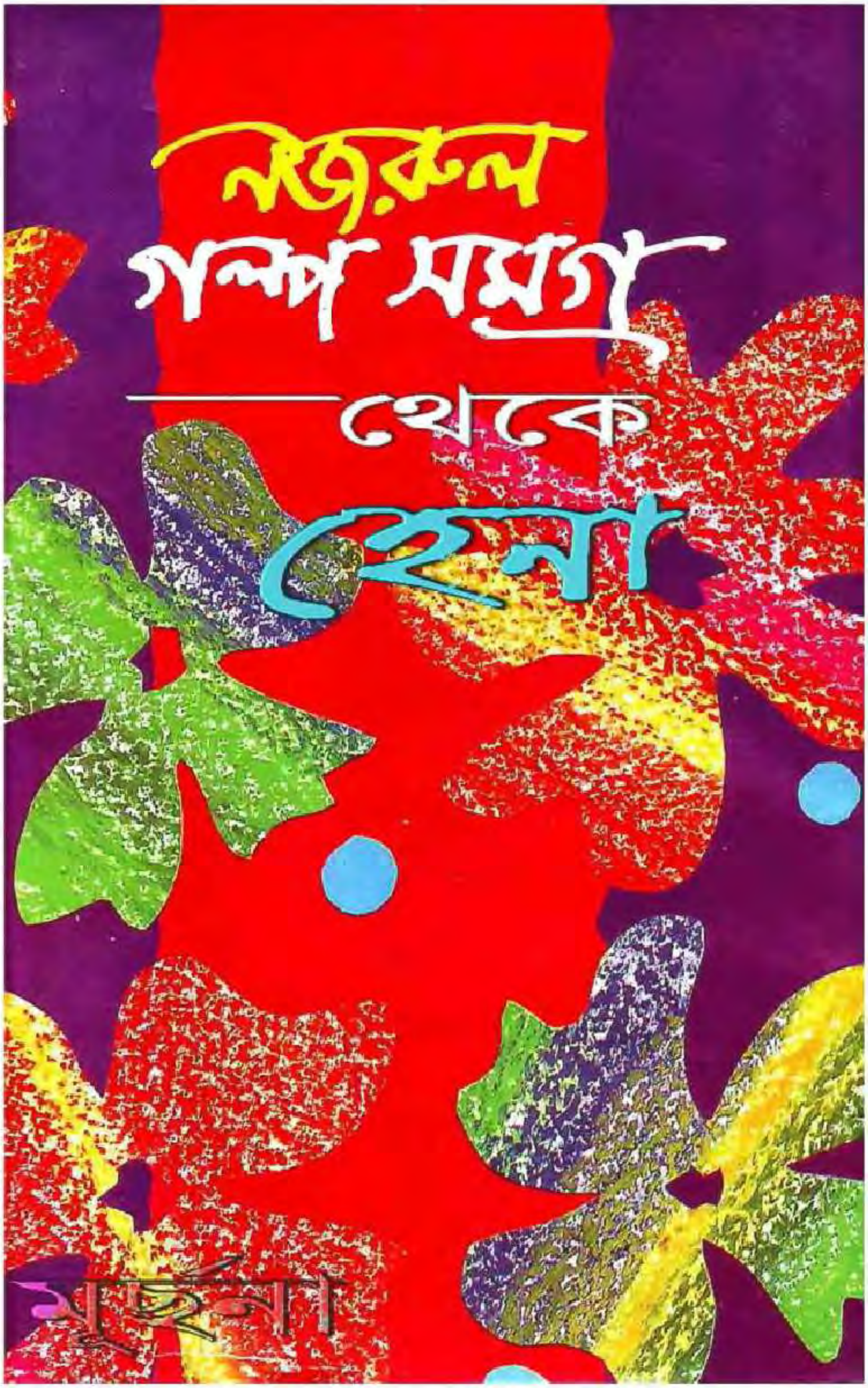
নজরুল
গল্প সমগ্র
থেকে
হেনা
মূর্ছনা

ভার্দুন ট্রেঞ্চ, ফান্স

ওঃ! কি আগুন- বৃষ্টি! আর কি তার ভয়ানক শব্দ!—গুড়ুম-দুম— দ্রুম। আকাশের একটুও নীল দেখা যাচ্ছে না, যেন সমস্ত আসমান জুড়ে আগুন লেগে গেছে! গোলা আর বোমা ফেটে ফেটে আগুনের ফিনকি এত ঘন বৃষ্টি হ'চ্ছে যে, অত ঘন যদি জল ঝ'রত আসমানের নীল চক্ষু বেয়ে, তা হ'লে এক দিনেই সারা দুনিয়া পানিতে সয়লাব হ'য়ে যেত! আর এমনি অনবরত যদি এই বাজের চেয়েও কড়া 'দ্রুম—দ্রুম' শব্দ হ'ত, তা হ'লে লোকের কানগুলো অকেজো হ'য়ে যেত। আজ শুধু আমাদের সিপাইদের সেই হোলি খেলার একেবারে গনটা মনে প'ড়ছে,—

'আজু তল্‌ওয়ার সে খেলেঙ্গে হোরি,
জমা হো গেয়ে দুনিয়া কা সিপাঈ।
ঢালোঁও কি ডঙ্কা বাদন লাগি, তেপোঁও কে পিচকারী,
গোলা বারুদকা রঙ্গ বনি হেয়, লাগি ভারী লড়াঈ। "

বাস্তবিক এ গোলা—বারুদের রঙে আস্‌মান-জমিন লালে-লাল হ'য়ে গেছে! সবচেয়ে বেশি লাল ঐ বুকে ' বেয়নেট'- পোরা হতভাগাদের বুকের রক্ত। লালে লাল! শুধু লাল আর লাল। এক একটা সিপাই শহীদ হ'য়েছে, আর যেন বিয়ের নওশার মত লাল হ'য়ে শুয়ে আছে।

ওঃ! সবচেয়ে বিশ্রী ঐ ধোঁওয়ার গন্ধটা! বাপ্ বাপ্‌রে বাপ্! ওর গন্ধে যেন বত্রিশ নাড়ী পাক দিয়ে ওঠে! মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, তাদের মারবার জন্যে এ-সব কি কুৎসিত নিষ্ঠুর উপায়! রাইফলের গুলীর প্রাণহীন সীসাগুলো যখন হাড়ে এসে ঠেকে, তখন সেটা কি বিশ্রী রকম ফেটে চৌচির হ'য়ে দেহের ভিতরের মাংসগুলোকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়।

এত বুদ্ধি মানুষ অন্য কাজে লাগালে তারা ফেরেশ্‌তার কাছাকাছি একটা খুব বড় জাত হ'য়ে দাঁড়াত!

ওঃ! কি বুক-ফাটা পিয়াস! এই যে পাশের বন্ধু রাইফ্‌ল্‌টা কাত ক'রে ফেলে ঘুমিয়ে প'ড়েছে, একে আর হাজার কামান একসঙ্গে গ'র্জে উঠলেও জাগাতে পারবে না—কোন সেনাপতিও আর তার হুকুম মানাতে পারবে না। এই সাত দিন ধরে একরোখা ট্রেঞ্চে কাদায় শুয়ে অনবরত গুলী ছোড়ার ক্লান্তির পর সে কি নিবিড় শান্তি নেমে এসেছে এর প্রাণে! তৃপ্তির কি স্নিগ্ধ স্পর্শ এখনও লেগে রয়েছে এর শুষ্ক শীতল ওষ্ঠপুটে।

www.banglarblog.com

যাক — যে ভয়ানক পিয়াস লেগেছে এখন আমার! এখন ওর কোমর থেকে জলের বোতলটা খুলে একটু জল খেয়ে জানটা ঠাণ্ডা করি তো! কাল থেকে আমার জল ফুরিয়ে গিয়েছে, কেউ এক ফোঁটা জল দেয় নি! — আঃ! আঃ! এই গভীর তৃষ্ণার পর এই এক চুমুক জল,সে কত মিষ্টি! অনবরত চালিয়ে চালিয়ে আমার লুইস গানটাও আর চ'লছে না। এখন আমার মৃত বন্ধুর লুইস গানটা দিয়ে দিব্যি কাজ চ'লবে! এর যদি মা কিংবা বোন কিংবা স্ত্রী থাকত আজ এখানে, তা হ'লে এর এই গোলার আঘাতে ভাঙা মাথার খুলিটা কোলে ক'রে খুব এক চোট কেঁদে নিত! যাক,খানেক পরে একটা বিশ-পঁচিশ মণের মস্ত ভারী গোলা হয়তো ট্রেঞ্চের সামনেটায় পড়ে আমাদের দু'জনাকেই গোর দিয়ে দেবে! সে মন্দ হবে না।

হ্যাঁ, আমার এত হাসি পাচ্ছে ঐ কন্নার কথা মনে হ'য়ে! আরে ধ্যেৎ, সবাই ম'রব, আমি ম'রব, তুইও ম'রবি। এতবড় একটা নিছক সত্যি একটা স্বাভাবিক জিনিস নিয়ে কান্না কিসের?

এই যে এত কষ্ট এত মেহনত করছি, এত জখম হ'চ্ছি, তবুও সে কি একটা পৈশাচিক আনন্দ আমার বুক ছেয়ে ফেলেছে! সে আনন্দটা এই কাঠ পেন্সিলটার সীসা দিয়ে এঁকে দেখাতে পারছি না। মস্ত ঘন ব্যথার বুকেও একটা বেশ আনন্দ ঘুম-পাড়ানো থাকে, যেটা আমরা ভাল ক'রে অনুভব ক'রতে পারি নে। এই লেখা অভ্যেসটা কি খারাপ! এত আগুনের মধ্যে সাঁতরে বেড়াচ্ছি, — পায়ের নীচে দশ-বিশটা মড়া, মাথার ওপর উড়োজাহাজ থেকে বোমা ফাটছে- গুড়ুম থম্-থম্-থম্, সামনে বিশ হাত দূরে বড় বড় গোলা ফাটছে-গুড়ুম দুম্-দুম্-দুম্, পাশ দিয়ে চ'লে যাচ্ছে 'রাইফ্ল্ আর মেশিনগানের গুলী-শোঁ-শোঁ-শোঁ,- তবুও এই সাতটা দিন মনের কথাগুলো খাতার কাগজগুলোকে না জানাতে পেরে জানটাকে কি ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল। আজ এই ক'টা কথা লিখে বুকটা বেশ হাল্কা বোধ হ'চ্ছে!

পাশের মরা বন্ধুর গায়ে ঠেস দিয়ে দিব্যি একটু আরাম ক'রে নেওয়া যাক! -ওঃ। কি আরাম !

এই সিন্ধুপারের একটা অজানা বিদেশিনী ছোট্ট মেম আমায় খানিকটা আচার আর দুটো মাখন-মাখা রুটি দিয়েছিল। সেটা আর খাওয়াই হয় নি। এদেশের মেয়েরা আমাদের এত স্নেহের আর করুণার চক্ষে দেখে। - হা-হা-হা-হাঃ রুটি দুটো দেখছি শুকিয়ে দিব্যি রোষ্ট হ'য়ে আছে। দেখা যাক, রুটি শক্ত না আমার দাঁত শক্ত! ওই খেতে হবে কিন্তু, পেটে যা আগুন জ্ব'লছে! —আচারটা কিন্তু বড় তাজা আছে, দেখছি!

ঐ তের চৌদ্দ বছরের কচি মেয়েটা (আমাদের দেশে ও-রকম মেয়ে নিশ্চয়ই সন্তানের জননী নতুবা যুবতী গিন্নী।) যখন আমার গলা ধ'রে চুমো খেয়ে ব'ললে, — "দাদা, এ-লড়াইতে কিন্তু শত্তুরকে খুব জোর তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে', তখন আমার মুখে সে কি একটা পবিত্র বেদনা-মাখা হাসি ফুটে উঠেছিল।

www.banglarblog.com

আঃ! এতক্ষণে আকাশটা বেরোবার একটু ফাঁক পেয়েছে। রাশি রাশি জল-ভরা মেঘের ফাঁকে একটু নীল আসমান দেখা যাচ্ছে। সে কত সুন্দর। ঠিক যেন অশ্রুভরা চোখের ঈষৎ একটু সুনীল রেখা।

থাক গে এখন, অন্য সময় বাকি কথাগুলো লেখা যাবে। মরা বন্ধুর আত্মা হয়তো আমার ওপর চটে উঠছে এতক্ষণে। কি বন্ধু , একটু জল দেব নাকি মুখে?—ইস্ হাঁ ক'রে তাকাচ্ছেন দেখ! না বন্ধু—না, তোমার পরপারের প্রিয়তমা হয়তো তোমার জন্যে শরবতের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে র'য়েছে। আহা সে বেচারাকে বঞ্চিত ক'রব না তার সেবার আনন্দ থেকে!

আজ কত কথাই মনে হ'চ্ছে—না—না, কিচ্ছু মনে হ'চ্ছে না, সব ঝুটা। ফের লুইস গানটায় গুলী চালানো যাক।—আমার সাহায্যকারী কয়জন বেশ তোয়াক্কা ক'রে ঘুমিয়ে নিলে তো দেখছি!

ঐ—ঐ পাশে কা'দের তালে তালে পা মিলিয়ে চলার শব্দ পাচ্ছি! ঝপ্ ঝপ্—ঝপ্ লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট ! ঐ মিলিয়ে চলার শব্দটা কি মধুর! ওবুঝি আমাদের 'রিলিভ' ক'রতে আসছে অন্য পল্টন।

উঃ! এতটুকু অসাবধানতার জন্যে হাতের এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেল দেখছি একটা গুলিতে!...ব্যান্ডেজটা বেঁধে নিই নিজেই। নার্সগুলোকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি নে। নারী যদি ভাল না বেসে সেবা ক'রে আমার, তবে সে-সেবা আমি নেব কেন?

আঃ, যুদ্ধের এই খুনোখুনির কি মাদকতা-শক্তি! মানুষ-মারার কেমন একটা গাঢ় নেশা!

পাশে আমার চেয়ে অত বড় জোয়ানটা এলিয়ে প'ড়েছে, দেখছি। আমি দেখছি, শরীরের বলের চেয়ে মনের বলের শক্তি অনেক বেশি।

লুইস গানে এক মিনিটে প্রায় ছয় সাত শো ক'রে গুলি ছাড়ছি। যদি জানতে পারতুম, ওতে কত মানুষ ম'রছে! তা হোক এই কি দু'কোণের দু'টো লুইস গানই শত্রুদের জোর আটকিয়ে রেখেছে কিন্তু! কি চিৎকার ক'রে মরছে শত্রুগুলো দলে দলে! কি ভীষণ সুন্দর এই তরুণের মৃত্যু-মাধুরী!

সিঁন নদীর ধারে তাম্বু, ফ্রান্স

এই দু'টো দিনের আটচল্লিশ ঘন্টা খালি লম্বা ঘুম দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া গেল। এখন আবার ধড়া-চূড়ো প'রে বেরুতে হবে খোদার সৃষ্টি নাশ করতে! এই মানুষ-মারা বিদ্যে লড়াইটা ঠিক আমার মত পাথর-বুকো কাঠখোট্টা লোকেরই মনের মত জিনিস।

আজ সেই বেদেশিনী কিশোরী আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। কি পরিষ্কার সুন্দর ফিটফাট বাড়িগুলো এদের! মেয়েটা আমাকে খুব ভালবেসেছে। আমিও বেসেছি। আমাদের দেশ হ'লে ব'লত মেয়েটা খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। কুড়ি

www.banglarblog.com

-একুশ বছরের একজন যুবকের সঙ্গে একটা কুমারী কিশোরীর মেলা-মেশা তারা আদৌ পছন্দ করত না।

ভালবাসাটাকে কি কুৎসিত চক্ষে দেখছে আজ-কাল লোকেরা! মানুষ তো নয়, যেন শকুনি। দুনিয়ায় এত পাপ! মানুষ এত ছোট হ'ল কি ক'রে? তাদের মাথার ওপর অমন উদার অসীম নীল আকাশ, আর তারই নীচে মানুষ কি সঙ্কীর্ণ, কি ছোট!

আগুন, তুমি ঝর— ঝম্ ঝম্ ঝম্! খোদার অভিশাপ, তুমি নেমে এস ঐ নদীর বুকের জমাট বরফের মত হ'য়ে— ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্! ইসরাফিলের শিঙ্গা, তুমি বাজো সবকে নিঃসাড় ক'রে দিয়ে— ওম্ ওম্ ওম্! প্রলয়ের বজ্র, তুমি কামানের গোলা আর বোমার মধ্য দিয়ে ফাটো—ঠিক মানুষের মগজের ওপর— দ্রুম্—দ্রুম্—দ্রুম্! আর সমস্ত দুনিয়াটা—সমস্ত আকাশ উল্টে ভেঙে পড় তাদের মাথায়, যারা ভালবাসায় কলঙ্ক আনে, ফুলকে অপবিত্র ক'রে।

এখন যে সাজে সেজেছি, ঠিক এই রকম সাজে যদি আমাদের দেশের একটা লোককে সাজিয়ে উল্টে ফেলে দিই, তা হলে হাজার ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রেও সে আর উঠতে পারবে না। আমার নিজেরই হাসি পাচ্ছে আমার এখনকার এই গদাই— লশকরী চেহারা দেখে!

আমার এক ফাজিল বন্ধু ব'লছেন,— "কি নিমকিন চেহারা!" —আহা, কি উপমার ছিরি! কে নাকি বলেছিল,— "ষাঁড়টা দেখতে যেন ঠিক কাৎলা মাছ!

ফ্রান্স

প্যারিসের পাশের ঘন বন

কাল হঠাৎ এই মস্ত জঙ্গলটায় আসতে হ'ল। কেন এ-রকম পিছিয়ে আসতে হ'ল তার এতটুকুও জানতে পারলুম না। এ মিলিটারী লাইনের ঐ-টুকুই সৌন্দর্য! তোমার ওপর হুকুম হ'ল 'ঐ-কাজটা কর!' 'কেন ও রকম করব?' তার কৈফিয়ৎ চাইবার কোন অধিকার নেই তোমার। ব্যাস্ —হুকুম।

যদি বলি, "মৃত্যু যে ঘনিয়ে আসছে।" —অমনি বজ্রগম্ভীর স্বরে তার কড়া জবাব আসবে,—"যতক্ষণ তোমার নিশ্বাস আছে, ততক্ষণ কাজ ক'রে যাও, যদি চলতে চলতে তোমার ডান পায়ের ওপর মৃত্যু হয়, তবে বাম পা পর্যন্ত চল!"

এই হুকুম মানায়, এই জীবন-পণ আনুগত্যে কত যে নিবিড় মাধুরী। বাজের মাঝে এ কি কোমলতা! যদি সমস্ত দুনিয়াটা এমনি একটা (এবং কেবল একটা) সামরিক শক্তির অধীন হ'য়ে যেত, তা হলে এই মাটির জমিনই এমন একটা সুন্দর স্থান হ'য়ে দাঁড়াত যা'কে "জিন্নাতুল বাকিয়া' (শ্রেষ্ঠতম স্বর্গ) ব'ললেও লোকে তৃপ্ত হ'ত না।

কি শৃঙ্খলা এই ব্রিটিশ জাতিটার কাজে-কর্মে কায়দা-কানুনে,তাই তারা আজ এত বড়। ওপর দিকে চাইতে গিয়ে আমাদের মাথার পাগড়ি প'ড়ে গেলেও

www.banglarblog.com

তাদের মাথাটা দেখতে পাব না! মোটামুটি বলতে গেলে তাদের এই দুনিয়া জোড়া রাজত্বটা মস্ত বড় ঘড়ি, আর সেটা খুবই ঠিক চ'লছে, কেননা তার সেকেন্ডের কাঁটা থেকে ঘন্টার কাঁটা পর্যন্ত সব তাতে বড্ডো কড়া বাঁধাবাঁধি একটা নিয়ম। সেটা আবার রোজই অয়েল্ড হ'চ্ছে, তার কোথাও একটু জং ধরে না।

আমরাই নিয়ে গেলুম জার্মানদের 'হিন্ডেনবার্গ লাইন' পর্যন্ত খেদিয়ে, আবার আমাদেরই এতটা পিছিয়ে যেতে হ'ল! ঘড়িটা যে তৈরী ক'রছে, সে জানে কাঁটার কোনখানে কি কাজ, কিন্তু কাঁটা কিচ্ছু বুঝতে পারে না। তবু তাকে কাজ ক'রে যেতে হবে, কেননা, একটা স্প্রিং অনবরত তার পেছন থেকে তাকে গুঁতো মারছে!

এমনি একটা বিরাট কঠিন শৃঙ্খল, মস্ত বাঁধাবাঁধি আমাদের খুবই দরকার। আমাদের এই বেঁড়ে জাতটাকে এমনি খুব পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে দোরস্ত না ক'রলে এর ভবিষ্যতে আর উঠে দাঁড়াবার কোন ভরসা নেই! দেশের সবাই মোড়ল হ'লে কি আর কাজ চলে!

ওঃ এত দূরেও আমাদের উপর গোলাবৃষ্টি। এ যেন একটা ভূতুড়ে কান্ড। কোথায় কোন্ সুদূরে লড়াই হ'চ্ছে, আর এখানে কি ক'রে এই জঙ্গলে গোলা আসছে?

হাতী যখন ভাবে, তার চেয়ে বড় জানোয়ার আর নেই, তখন ছোট্ট একটি মশা তার মগজে কামড়ে কি রকম 'ঘায়েল' ক'রে দেয় তাকে!

এখানে এই গাছপালার আড়ালে একটা স্নিগ্ধ ছায়ার অন্ধকারে বেশ থাকা যাচ্ছে, কিন্তু এমনি একটু অন্ধকারের জন্যে আমার জানটা বড্ডো বেশি আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠেছিল।

হায়! এই অন্ধকারে এলে কত কথাই মনে পড়ে আমার আবার!—নাঃ! যাই একবার গাছে চ'ড়ে দেখি আশেপাশে কোথাও দুশমন লুকিয়ে আছে কি না।

আহা, গাছ থেকে ঐ দূরে বরফে-ঢাকা নদীটা কি সুন্দর! আবার ঐ গোলার ঘায়ে ভাঙা মস্ত বাড়িগুলো কি বিশ্রী হাঁ ক'রে আছে! এই সব ভাঙা গড়া দেখে আমার সেই ছোট্ট বেলাকার কথা মনে পড়ে। তখন আমরা খুব ঘটা ক'রে ধুলো-বালির ঘর বানাতুম। তার পর খেলা শেষ হ'লে সেগুলোকে পা দিয়ে ভেঙে দিতুম, আর সমস্বরে ভাঙার গান গাইতুম,-

"হাতের সুখে বানালুম,
পায়ের সুখে ভাঙলুম!"

অনেক দূরে ঐ কামানের গোলাগুলো পড়ছে আর এখান থেকে দেখাচ্ছে যেন আসমানের বুক থেকে তারাগুলো খ'সে খ'সে প'ড়ছে!

ওঃ, কি বোঁ—বোঁ শব্দ! ঐ মস্ত উড়োজাহাজ কি ভায়ানক জোরে ঘুরছে উঠছে আর নামছে! ঠিক যেন একটা চিলে ঘুড়িকে খেলোয়াড় গোঁতা মারছে! ওটা আমাদেরই। জার্মানদের জেপেলিনগুলো দূরে থেকে দেখায় যেন একটা বড় শুঁয়ো পোকা উড়ে যাচ্ছে।

www.banglarblog.com

যাক, আমার 'হ্যাভার স্যাক্' থেকে একটু আচার বের ক'রে খাওয়া যাক। সেই বিদেশিনী মেয়েটা আজ কত দূরে, কিন্তু তার ছোঁওয়া যেন এখনও লেগে র'য়েছে এই ফলের আচারে!—দূর ছাই! যত সব বাজে কথা মনে হয় কেন? খামাখা সাত ভূতের বেদনা এসে জানটা কচ্‌লে কচ্‌লে দিয়ে যায়।

হা—হা—হা—হাঃ, বন্ধু আমার পাশের গাছটায় ব'সে ঘুমোবার চেষ্টা করছেন, দেখ্‌ছি। ঐ যে দিব্যি কোমরবন্ধটা দিয়ে নিজেকে একটা ডালের সংে বেশ শক্ত ক'রে বেঁধেছেন। একবার পড়েন যদি ঝুপ্ ক'রে ঐ নীচের জলটায়, তা হ'লে বেশ একটা রগড় হয় কিন্তু! পড়িস্ আল্লা ক'রে—এই সড়াৎ দু—ম!....

দেবো নাকি তার কানের গোড়া দিয়ে শোঁ ক'রে একটা পিস্তলের গুলি ছেড়ে? আহা-হা, না না, ঘুমুক বেচারা! আমার মতন পোড়া চোখ তো আর কারুর নেই যে ঘুম আসবে না, আর এমন পোড়া মনও কারুর নেই যে সারা দুনিয়ার কথা ভেবে মাথা ধরাবে!

রাত্রি হ'য়েছে, —অনেকটা হবে! ভোর পর্যন্ত এমনি করেই কুঁকড়ো অবতার হ'য়ে থাকতে হবে।.... বুড়ো কালে (অবশ্য, যদি ততদিন বেঁচে থাকি।) এই সব কথা আর খাটুনির স্মৃতি কি মধুর হ'য়ে দেখা দেবে।

মেঘ ছিঁড়ে পূর্ণিমার আগের দিনের চাঁদের জোছনা কেমন ছিটে-ফোঁটা হ'য়ে প'ড়ছে সারা বনটার বুকে। এখন সমস্ত বনটাকে একটা চিতা বাঘের মত দেখাচ্ছে।

কালো ভারী জমাট মেঘগুলো আমার মাথার দু'-হাত ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে কোথায় ভেসে উধাও হ'য়ে যাচ্ছে, আর তাই দু'-এক ফোঁটা শীতল জল আমার মাথায় পড়ছে টপ্-টপ্-টপ্! কি করুণ শীতল সে জমাট মেঘের দু'-ফোটা জল! আঃ!

চাঁদটা একেবার ঢাকা প'ড়ছে, আবার শাঁ ক'রে বেরিয়ে আর একটা মেঘে সেঁধিয়ে প'ড়ছে। এ যেনো বাদশাহ্‌জাদার শীশ্-মহলের সুন্দরীদের সঙ্গে লুকোচরি খেলা। কে ছুটছে? চাঁদ, না মেঘ? আমি ব'লব মেঘ, একটি সরল ছোট্ট শিশু ব'লবে চাঁদ। কার কথা সত্যি?

আহা, কি সুন্দর আলো-ছায়া।

দূরে ওটা কি একটা পাখি অমন ক'রে ডাকছে! এ দেশের পাখিগুলোর সুর কেমন একটা মধুর অলসতায় ভরা। শুনলে যেন নেশা ধরে।

এই আলো-ছায়ায় আমার কত কথাই না মনে প'ড়ছে। ওঃ, তার চিন্তাটা কি ব্যথায় ভরা!

আমার মনে প'ড়ছে, আমি ব'ললুম,—"হেনা, তোমায় বড্ডো ভালবাসি।"

সে-হেনা তার কস্তুরীর মতো কালো পশমিনা, অলকগোছা দুলিয়ে দুলিয়ে ব'ললে,—"সোহ্‌রাব, আমি যে এখনও তোমায় ভালবাসতে পারি নি!"

সে দিন জাফরানের ফুলে যেন খুন-খোজ্‌রোজ খেলা হ'চ্ছিল বেলুচিস্তানের ময়দানে। আমি আনমনে আখরোটের ছোট্ট একটা ডাল ভেঙে কাছের দেবদারু গাছ থেকে কতকগুলো ঝুমকো ফুল পেড়ে হেনার পায়ের কাছে ফেলে দিলুম।

www.banglarblog.com

স্তাম্বলী-সুরমা-মাখা তার কালো আঁখির পাতা ঝ'রে দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তার মেহেদী-ছোপানো হাতের চেয়েও লাল হ'য়ে উঠেছিল তার মুখটা।

একটা কাঁচা মনক্কার খোকা ছিঁড়ে নিয়ে অদূরে কেয়া ঝোপের বুলবুলিটার দিকে ছুঁড়ে দিলুম। সে গান বন্ধ ক'রে উড়ে গেল!

মানুষ যেটা ভাবে সব চে'য়ে কাছে, সেইটাই হ'চ্ছে সব চেয়ে দূরে। এ একটা মস্ত বড় প্রেহেলিকা।

হেনা—হেনা! ... আফসোস্।

হিন্ডেনবার্গ লাইন

ওঃ! আবার কোথায় এসেছি। এটা যে একটা পাতালপুরী, দেও আর পরীদের রাজ্যি তা কিছুতেই বিশ্বাস ক'রতে পারছি নে। যুদ্ধের ট্রেঞ্চ যে একটা বড় শহরের মত এ রকম ঘর-বাড়ি-ওয়ালা হবে, তা কি কেউ অনুমান ক'রতে পেরেছিল? জমিনের এত নিচে কি বিরাট কান্ড! এও একটা পৃথিবীর মস্ত বড় আশ্চর্য। দিব্যি বাংলার নওয়াবের মত থাকা যাচ্ছে কিন্তু এখানে।...

এ শান্তির জন্যে তো আসিনি এখানে! আমি তো সুখ চাই নি। আমি চেয়েছি শুধু ক্লেশ, শুধু ব্যথা, শুধু আঘাত! এ আরামের জীবনে আমার পোষাবে না বাপু! তা হ'লে আমাকে অন্য পথ দেখতে হবে। এ যেন ঠিক "টকের ভয়ে পালিয়ে এসে তেঁতুলতলায় বাসা"।

উঁহু, —আমি কাজ চাই। নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চাই। এ কি অস্বস্তির আরাম!

আচ্ছা, আগুনে পুড়ে নাকি লোহাও ইস্পাত হ'য়ে যায়। মানুষ কি হয়? শুধু 'ব্যাপটাইজড্'?

আবার মনটা ছাড়া পেয়ে আমার সেই আঙুর আর বেদনা গাছে ভরা ঘরটায় দৌড় মেরেছে! আবার মনে পড়েছে সেই কথা!

"হেনা, আমি যাচ্ছি মুক্ত দেশের আগুনে ঝাঁপিয়ে প'ড়তে। যার ভিতরে আগুন, আমি চাই তার বাইরেও আগুন জ্বলুক! আর হয়তো আসব না। তবে আমার সম্বল কি! পাথেয় কই? আমি কি নিয়ে সেই অচিন দেশে থাকব? "

আমার হাতের মুঠোয় হেনার হেনারঞ্জিত হাত দু'টি কিশলয়ের মত কেঁপে কেঁপে উঠল। সে স্পষ্টই ব'ললে,—"এ তোমার জীবনের সার্থকতা নয় সোহ্‌রাব! এ তোমার রক্তের উষ্ণতা! এ কি মিথ্যাকে আঁকড়ে ধ'রতে যাচ্ছ! এখনও বোঝ! আমি আজও তোমায় ভালবাসতে পারি নি! "

সব খালি! সব শূন্য! খাঁ—খাঁ—খাঁ! একটা জোর দমকা বাতাস ঘন ঝাউ' গাছে বাধা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, —আঃ —আঃ —আঃ!

যখন কোয়েটা থেকে আমাদের ১২৭ নম্বর বেলুচি রেজিমেন্টের প্রথম 'ব্যাটালিয়ন', যাত্রা ক'রলে এই দেশে আসবার জন্যে তখন আমার বন্ধু একজন যুবক বাঙালি ডাক্তার সেই গাছের তলায় ব'সে গাচ্ছিল,—

www.banglarblog.com

"এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে,
বিদায় ক'রেছ যারে নয়ন জলে।
আজি মধু সমীরণে
নিশীথে কুসুম-বনে,
তারে কি প'ড়েছে মনে বকুল-তলে?
এখন ফিরাবে হায় কিসের ছলে!
মধুনিশি পূর্ণিমার
ফিরে আসে বার বার,
সে জন ফিরে না আর যে গেছে চ'লে।
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে!

কি দুর্বল আমি! সাধে কি আসতে চাইনি এখানে! ওগো, এ রকম নওয়াবী জীবনে আমার চ'লবে না!

আমার রেজিমেন্টের লোকগুলো মনে করে আমার মত এত মুক্ত, এত সুখী আর কেউ নেই। কারণ আমি বড্ডো বেশি হাসি। হায়, মেহেদী পাতার সবুজ বুকে যে কত "খুন" লুকানো থাকে, কে তার খবর নেয়"।

আমি পিয়ানোতে "হাম হোম সুইট্ হোম" গৎটা বাজিয়ে সুন্দর রূপে গাইলুম দেখে ফরাসীরা অবাক হ'য়ে গেছে, যেন আমরা মানুষই নই, ওদের মত কোন কাজ করা যেন আমাদের পক্ষে এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! এ ভুল কিন্তু ভাঙাতেই হবে।

হিণ্ডেনবার্গ লাইন

কি করি, কাজ না থাকলেও আমায় কাজ খুঁজে নিতে হয়! কাল রাত্তিতে প্রায় দু-মাইল শুধু হামাগুঁড়ি দিয়ে দিয়ে ওদের অনেক তার কেটে দিয়ে এসেছি। কেউ এতটুকু টের পায় নি।

আমার কমাণ্ডিং অফিসার সাহেব বলেছেন, "তুম কো বাহাদুরী মিল যায়েগা।"

আজ আমি "হাবিলদার" হলুম।

এ মন্দ খেলা নয় তো।

আবার সেই বিদেশিনীর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। এই দু'বছরে কত বেশি সুন্দর হ'য়ে গেছে সে! সে দিন সে সোজাসুজি ব'ললে যে, (যদি আমার আপত্তি না থাকে) সে আমায় তার সঙ্গীরূপে পেতে চায়। আমি ব'ললুম, —"না, তা হ'তেই পারে না।'

মনে মনে ব'ললুম, —"অন্ধের লাঠি একবার হারায়। আবার। আর না যা ঘা খেয়েছি, তাই সামলানো দায়!"

www.banglarblog.com

বিদেশিনীর নীল চোখ দুটো যে কি রকম জলে ভ'রে উঠেছিল, আর বুকটা তার কি রকম ফুলে ফুলে উঠেছিল, তা আমার মত পাষাণকেও কাঁদিয়েছিল!

তার পর সে নিজেকে সামলে নিয়ে ব'ললে, — "তবে আমাকে ভালবাসতে দেবে তো? অন্ততঃ ভাই-এর মত.."

আমি বেওয়ারিশ মাল। অতত্রব খুব আগ্রহ দেখিয়ে ব'ললুম —"নিশ্চয়, নিশ্চয়।" তারপর তার ভাষায় 'অডিএ' (বিদায়!) ব'লে সে যে সেই গিয়েছে, আর আসেনি! আমার শুধু মনে হ'চ্ছে।—সে জন ফিরে না আর যে গেছে চ'লে!..... ওঃ—

যা হোক, আজ গুর্খাদের পেয়ে বেশ থাকা গেছে কিন্তু। গুর্খাগুলো এখনও যেন এক-একটা শিশু। দুনিয়ার মানুষ যে এত সরল হ'তে পারে, তা আমার বিশ্বাসই ছিল না। এ গুর্খা আর তাদের ভায়রা-ভাই 'গাড়োয়াল,' এই দুটো জাতই আবার যুদ্ধের সময় কি রকম ভীষণ হ'য়ে ওঠে! তখন এদের প্রত্যেকে যেন এক-একটা শেরে বব্বর! এদের! খুকুরী দেখলে এখনও জার্মানেরা রাইফেল ছেড়ে পালায়। এই দু'টো জাত যদি না থাকত তা হ'লে। আজ এত দূর এগুতে পারতুম না আমরা। তাদের মাত্র কয় জন আর বেঁচে আছে। রেজিমেন্টকে রেজিমেন্ট একেবারে সাবাড়। অথচ যে দু-চার জন বেঁচে আছে, তারাই কি রকম হাসছে খেলছে। যেন কিছুই হয় নি।

ওরা যে মস্ত একটা কাজ ক'রছে, এইটেই কেউ কখনও ওদের বুঝিয়ে উঠতে পারে নি! আর ঐ এত লম্বা চওড়া শিখগুলো, তারা কি বিশ্বাসঘাতকতাই না ক'রেছে! নিজের হাতে নিজে গুলি মেরে হাসপাতালে গিয়েছে।

বাহবা! ট্রেঞ্চের ভিতর একটা ব্যাটালিয়ন 'মার্চ' হ'চ্ছে। ফ্রান্সের মধুর ব্যান্ডের তালে তালে কি সুন্দর পা-গুলো পড়ছে আমাদের! লেফট্— রাইট্— লেফট্! ঝপ্—ঝপ্— ঝপ্। এই হাজার লোকের পা এক সঙ্গেই উঠছে, এক সঙ্গেই প'ড়ছে। কি সুন্দর।

বেলুচিস্তান
কোয়েটার দ্রাক্ষাকুঞ্জস্থিত
আমার ছোট কুটির

এ কি হ'ল। আজ এই আখ্‌রোট আর নাশপাতির বাগানে ব'সে ব'সে তাই ভাবছি।

আমাদের সব ভারতীয় সৈন্য দেশে ফিরে এল, আমিও এলুম। কিন্তু সে দুটো বছর কি সুখেই কেটেছে।

আজ এই একটু আগে বৃষ্টির-জলে-ধোওয়া স্বচ্ছ নীল আসমানটি দেখছি, আর মনে প'ড়ছে সেই ফরাসী তরুণীটার ফাঁক-ফাঁক নীল চোখ দু'টি। পাহাড়ে

www.banglarblog.com

ঐ চমরী মৃগ দেখে তার সেই থোকা থোকা কোঁকড়ান রেশমি চুলগুলো মনে প'ড়ছে। আর ঐ যে পাকা আঙুর ঢল্-ঢল্ করছে, অমনি স্বচ্ছ তার চোখের জল!

আমি 'অফিসার' হ'য়ে সর্দার বাহাদুর খেতাব পেলুম। সাহেব আমায় কিছুতেই ছাড়বে না। হায়, কে বুঝবে আর কাকেই বা বোঝাব, ওগো আমি বাঁধন কিনতে আসি নি। সিন্ধুপারে কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েও যাই নি। ও শুধু নিজেকে পুড়িয়ে খাঁটি ক'রে নিতে,—নিজেকে চাপা দিতে।

আবার এইখানটাই, যেখানে কখনও আসব না মনে ক'রেছিলুম, আসতে হল। এ কি নাড়ীর টান!·········

আমার কেউ নেই, কিছুই নেই, তবু কেন র'য়ে র'য়ে মনে হ'চ্ছে, —না, এইখানেই সব আছে। এ কার মূঢ় অন্ধ সান্ত্বনা?

কারুর কিচ্ছু করি নি, আমারও কেউ কিচ্ছু ক'রে নি, তবে কেন এখানে আসছিলুম না? সে একটা অব্যক্ত বেদনার অভিমান,—সেটা প্রকাশ ক'রতে পারছি নে!

হেনা!-হেনা! সাবাস্! কেউ কোত্থাও নেই, তবুও ও-ধার থেকে বাতাস ভেসে আসছে ও কি শব্দ, —"না—না—না।"

পাহাড় কেটে নির্ঝরটা তেমনি বইছে, কেবল যার মেহেদী-রাঙানো পদ রেখা এখনও ওর পাথরের বুকে লেখা র'য়েছে, সেই হেনা আর নেই। এখানে ছোটোখাটো কত জিনিস প'ড়ে র'য়েছে, যাতে তার কোমল হাতের ছোঁওয়ার গন্ধ এখনও পাচ্ছি।

হেনা ! হেনা! হেনা! ... আবার প্রতিধ্বনি, নাঃ!-না!ঃ- না!ঃ

*　　　*　　　*

পেশোয়ার

পেয়েছি,— পেয়েছি! আজ তার দেখা পেয়েছি! হেনা! হেনা! তোমাকে আজ দেখেছি এইখানে, এই পেশোয়ারে। তবে কেন মিথ্যা দিয়ে এত বড় একটা সত্যকে এখনও ঢেকে রেখেছ?

সে আমায় লুকিয়ে দেখেছে আর কেঁদেছে। -কিছু বলেনি, শুধু চেয়ে-চেয়ে দেখেছে আর কেঁদেছে!...

এ-রকম দেখার যে অশ্রু প্রাণের শ্রেষ্ঠ ভাষা। সে আজও ব'ললে,— সে আমায় ভালবসতে পারে নি।...

ঐ না কথাটা ব'লবার সময়, সে কি করুণ একটা কান্না তার গলা থেকে বেরিয়ে ভোরের বাতাসটা ব্যথিয়ে তুলেছিল!

দুনিয়ার সব চে'য়ে মস্ত হেঁয়ালী হ'চ্ছে— মেয়েদের মন!

www.banglarblog.com

কাবুল
ডাক্‌কা ক্যাম্প

যখন মানুষের মত মানুষ আমীর হাবিবুল্লাহ্‌ খান শহীদ হয়েছেন শুনলুম, তখন আমার মনে হ'ল এত দিনে হিন্দুকুশের চূড়াটা ভেঙ্গে প'ড়ল! সুলেমান পর্বত জড়শুদ্ধু উখড়িয়ে গেল!

ভাবতে লাগলুম, আমার এখন কি করা উচিত? দশ দিন ধ'রে ভাবলুম। বড্ডো শক্ত কথা।

নাঃ, আমীরের হ'য়ে যুদ্ধ করাই মনে ক'রলুম। কেন? এ কেনর উত্তর নেই। তবু আমি সরল মনে ব'লছি, ইংরেজ আমার শত্রু নয়। সে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। যদি বলি, আমার এবার এ-যুদ্ধে আসার কারণ, একটা দুর্বলকে রক্ষা ক'রবার জন্যে প্রাণ আহুতি দেওয়া, তা হ'লেও ঠিক উত্তর হয় না। আমার অনেক খামখেয়ালীর অর্থ আমি নিজেই বুঝি না!

সে দিন ভোরে ডালিম ফুলের গায়ে কে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল! ওঃ, সে যেন আমারই মত আরও অনেকের বুকের খুন-খারাবী।...

উদার আকাশটা কেঁদে কেঁদে একটুর জন্যে থেমেছে! তার চোখটা এখনও খুব ঘোলা, আবার সে কাঁদবে। কার সে বিয়োগ-ব্যথায় বিধুর কোয়েলীটাও কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করঞ্জ ক'রে ফেলেছিল, আর তার "উঁহু-উঁহু" শব্দ প্রভাতের ভিজে বাতাসে টোল খাইয়ে দিচ্ছিল! শুক্‌নো নদীটার ও-পারে ব'সে কে শানাইতে আশোয়ারী রাগিনী ভাঁজছিল। তার মীড়ে মীড়ে কত যে চাপা হৃদয়ের কান্না কেঁপে কেঁপে উঠছিল, তা সবচেয়ে বেশি বুঝছিলুম আমি। মেহেদী ফুলের তীব্র গন্ধে আমাকে মাতাল ক'রে তুলেছিল।

আমি ব'ললুম,—"হেনা আমীরের হ'য়ে যুদ্ধে যাচ্ছি। আর ফিরে আসব না। বাঁচলেও আসব না।"

সে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ব'ললে,-"সোহ্‌রাব, প্রিয়তম! তাই যাও! আজ যে আমার ব'লবার সময় হ'য়েছে, তোমায় কত ভালবাসি!— আজ আর আমার অন্তরের সত্যিকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে 'আশেক'কে কষ্ট দেব না?. . ."

আমি বুঝলুম সে বীরাঙ্গনা—আফগানের মেয়ে। যদিও আফগান হ'য়েও আমি শুধু পরদেশীর জীবন যাপন করেই বেড়িয়েছি, তবু এখন নিজের দেশের পায়ে আমার জীবনটা উৎসর্গ করি, এই সে চাচ্ছিল।

ওঃ, রমণী তুমি! কি ক'রে তবে নিজেকে এমন ক'রে চাপা দিয়ে রেখেছিলে হেনা?

কি অটল ধৈর্যশক্তি তোমার! কোমলপ্রাণা রমণী সময়ে কত কঠিন হ'তে পারে!..

www.banglarblog.com

পাঁচ-পাঁচটা গুলি এখনও আমার দেহে ঢুকে র'য়েছে! যতক্ষণ না সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়েছিলুম, ততক্ষণ সৈন্যদের কি শক্ত ক'রেই রেখেছিলুম।

খোদা! আমার বুকের রক্তে আমার দেশকে রক্ষা ক'রেছি, একে যদি শহীদ হওয়া বলে, তবে আমি শহীদ হ'য়েছি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি কর্তব্য পালন ক'রেছি।

আমি চ'লে এলুম। হেনা ছায়ার মত আমার পিছু-পিছু ছুটল। এত ভালবাসা, পাহাড়—ফাটা উদ্দাম জলস্রোতের মত এত প্রেম কি ক'রে বুকের পাঁজর দিয়ে আটকে রেখেছিল হেনা?..

* * *

আমীর তাঁর ঘরে আমার আসন দিয়েছেন। আজ আমি তাঁর সেনাদলের একজন সর্দার।

আর হেনা! হেনা?—ঐ যে সে আমায় আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে প'ড়েছে!... এখনও তার বুক কিসের ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। এখনও বাতাস ছাপিয়ে তার নিঃশ্বাসে উঠছে একটা মস্ত অতৃপ্তির বেদনা।

আহা, আমার মত অভাগাও বড্ডো বেশি জখম হ'য়েছে। ঘুমিয়েছে, ঘুমোক!—না, না, দুই জনেই ঘুমোব! এত বড় তৃপ্তির ঘুম থেকে জাগিয়ে আর বেদনা দিও না খোদা!

হেনা। হেনা!—না! না!—আঃ!

BanglarBlog